দৈনিক খবর

তারিখ 0 9 AUG 1989 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৮৫

সুলতান-মুশতাক নিষ্ক্রিয়ঃ

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভবিষ্যৎ কি ?

॥দীপক ভৌমিক॥

ডাকসু ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানানো নিয়ে বেশ একটা উত্তাল ধূলিঝড় উঠেছিলো কিছুদিন আগে। যদিও ঝড়ের তাণ্ডব এখন প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে, তবুও ঝড়ে বয়ে আনা ধূলিকণা এখনও অনেকেরই চোখ, কান, মুখ ঢেকে দিচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সম্প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক মিটিং-এ ডাকসুর সহ-সভাপতি ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেনকে নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে বাক-বিতণ্ডার শেষ পর্যায়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দরা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যদিও এর উত্তরে সুলতান বা মুশতাক কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা জানা যায়নি। তবে সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে ঝড়ো হাওয়ার উত্তাল তাণ্ডবে যে অনেক গাছেরই ডাল-পালা-পাতা স্থানচ্যুত হয়েছে এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর পরিস্থিতিও বেশ নাজুক। ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা এবং তৎ পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ১১ জন ছাত্রী এই নোটিশের উত্তরও দিয়েছেন। এখন কর্তৃপক্ষ কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন, তার উপরই নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী দিনের সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস।

যাহোক, এখন এই দোদুল্যমান ঝড়ো পরিস্থিতিতে যদি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের জয়ধ্বজা ঠিকমত ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলেই অন্য সংগঠন থেকে তাদের ভিন্নতা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সঠিকভাবে ধরা পড়বে। আজ যে একটা ছবি নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, এই তরঙ্গকে রুখতে না পারলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যে ভরাডুবি হবে— তা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

'সুলতান-মুশতাক'-কে নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঠিক কিভাবে এগোতে চাইছেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে এটা স্পষ্টভাবেই তাদের কাজের মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে যে কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

একটা কথা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সবার-ই মনে রাখা দরকার, আর সেটি হচ্ছে "যে কোনো মূল্যে এই ঐক্যবদ্ধ সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে হবে। নইলে ছাত্র আন্দোলনের যে অপূরণীয় ক্ষতি

৩-এর পাতায় দেখুন

ছাত্র সংগ্রাম

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

হবে, তা কখনোই পূরণ হবে না।" আজ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও আগ্রাসী শক্তি ক্রমশঃই যেভাবে এদেশকে করতলগত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তা থেকে রক্ষা পাবার একটাই পথ আর সেটি হচ্ছে সংগ্রাম পরিষদকে টিকিয়ে রাখা এবং সব বাধা ও প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমরা কাউকে দায়ী করছি না। তবে সবাইকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এটাকে মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু তো সব বিতর্কের উর্ধ্বে। তাঁকে ইস্যু করে সংগ্রাম পরিষদে একটা বিক্ষুব্ধ ডামাডোলের অবতারণা হোক—— এটা সচেতন দেশবাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে আশা করে না। কারণ 'জন্মদাতাকে বাদ দিয়ে কোন সন্তানই পূর্ণ সন্তান হতে পারে না।' তাই এই অবিসংবাদিত সত্যকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া না করে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নেতৃবৃন্দকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে।

দেশ আজ আন্দোলনহীন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয়ের ঘুণ পোকা। জাতি তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃই অতল এক অন্ধকার গহ্বরে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে ছাত্র সংগঠনগুলোর আশু এগিয়ে আসা কর্তব্য। কারণ আমাদের স্মরণে রয়েছে এদেশের ছাত্র সমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের ছবি। এদেশের তথা উপমহাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের রঙিন সেলুলয়েডের ফিতে আমাদের চেতনার আকাশে জ্বলজ্বলে শুকতারার মতো জেগে আছে বায়ান্ন থেকে একাত্তর এবং একাত্তর পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের বহ্নিশিখা। আর দেশের এই নাজুক অবস্থায় একমাত্র ছাত্র আন্দোলনই পারে দেশের মানুষের স্বপ্ন এবং সাধকে বাঁচিয়ে রাখতে, দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে।

তাই কোন্দল নয়। আমরা চাই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরের কোন্দল দূরীভূত হোক। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই জয়ধ্বজা উড়াক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামী দিনের বন্ধুর পথের যাত্রা-লগ্নে।